

ভারতীয় দর্শন

(স্নাতক শ্রেণীর জেনারেল ও অনার্স কোর্সের জন্য)

ড. সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য

এম্.এ. (দর্শন ও মনোবিদ্যা), পি-এইচ.ডি. (কলি. বি.)

প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক, আশুতোষ কলেজ, কলকাতা;
'পাশ্চাত্য দর্শন', 'পাশ্চাত্য যুক্তিবিজ্ঞান', 'মনোবিদ্যা', 'সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শন',
'দার্শনিক বিশ্লেষণের ভূমিকা', 'উচ্চমাধ্যমিক দর্শন' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা।

পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ

২০১৫

বুক সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড

www.booksyndicate.in

৮.১. ভূমিকা (Introduction)

মহর্ষি গৌতম বা গৌতম ন্যায়দর্শনের প্রণেতা। 'অক্ষপাদ' নামেও তিনি পরিচিত। ন্যায়দর্শনিকে এজন্য 'অক্ষপাদ দর্শনও' বলা হয়। আনুমানিক খ্রিস্টজন্মের ৩০০ বছর পূর্বে মহর্ষি গৌতমের আবির্ভাব হয়। গৌতমের 'ন্যায় সূত্রই' ন্যায়দর্শনের মূল গ্রন্থ। পরবর্তীকালে ন্যায় দর্শনের ওপর অনেক ভাষা-গ্রন্থ-রচিত হয়। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, বাৎস্যায়নের 'ন্যায়ভাষ্য', উদ্দৈক্যের 'ন্যায়বর্তিক', বাচস্পতি মিশ্রের 'ন্যায়বর্তিক তাৎপর্য টীকা', উদয়নের 'কুশুম্বজ্ঞানি', জয়ন্ত ভট্টের 'ন্যায়মঞ্জরী' প্রভৃতি।

ন্যায়দর্শনের প্রধান দুটি শাখা— প্রাচীন ন্যায় ও নব্য ন্যায়। উপরোক্ত নৈয়ায়িকগণ প্রাচীন শাখার অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন নৈয়ায়িকদের প্রধান কাজ ছিল মহর্ষি গৌতমের 'ন্যায় সূত্রের' ব্যাখ্যা ও বিরুদ্ধমত খণ্ডন।

গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের গ্রন্থ 'তত্ত্বচিন্তামণি'-কে কেন্দ্র করে নব্যন্যায়ের আবির্ভাব হয়। নব্য নৈয়ায়িকদের মধ্যে বর্ধমান, রুচিদত্ত মিশ্র, জয়দেব মিশ্র, রঘুনাথ শিরোমণি, জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নব্যন্যায়ের জ্ঞানবিদ্যা (Epistemology) ও তর্কবিদ্যা (Logic) আলোচনাই বিশেষভাবে প্রাধান্য পায়। মিথিলা প্রাচীন ন্যায়ের এবং বঙ্গদেশের অন্তর্গত নবদ্বীপ নব্যন্যায়ের পীঠস্থান ছিল।

যে প্রণালীর দ্বারা কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাকে 'ন্যায়' বলে। 'নীয়ে অনেন ইতি ন্যায়ঃ'। 'ন্যায়' সম্পর্কে অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের প্রণালী সম্পর্কে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তাকে বলে 'ন্যায়শাস্ত্র'। অর্থাৎ 'ন্যায়শাস্ত্র' হচ্ছে যথার্থ জ্ঞানের প্রণালী সম্পর্কে বিশদ আলোচনা। যথার্থ জ্ঞানের প্রণালীকে বলে 'প্রমাণ'। প্রমাণ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করে বলে ন্যায়শাস্ত্রকে 'প্রমাণশাস্ত্র'ও বলে। কোন বিধি অনুসরণ করে যুক্তি-তর্ক করলে তা যথার্থ হবে—ন্যায়শাস্ত্র এমন আলোচনা করে বলে তাকে 'তর্কশাস্ত্র' বা 'যুক্তিশাস্ত্রও' বলে। প্রত্যক্ষ ইত্যাদি প্রমাণলব্ধ জ্ঞানের পরবর্তীকালীন আলোচনাকে বলে 'অন্বীক্ষা'। ন্যায়শাস্ত্র প্রত্যক্ষ, শব্দ প্রভৃতির মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানকে পুনরায় আলোচনা করে বলে তাকে 'অন্বীক্ষিক বিদ্যাও' বলা হয়।

ন্যায়শাস্ত্র কেবল প্রমাণশাস্ত্র বা তর্কশাস্ত্র নয়, তা দর্শনশাস্ত্রও। তত্ত্বালোচনাও ন্যায়শাস্ত্রে অবহেলিত হয়নি। ন্যায়শাস্ত্র একদিকে যেমন প্রমাণশাস্ত্র, অন্য দিকে তেমনি তত্ত্ববিদ্যা।

তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। এই শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য হচ্ছে জ্ঞানতাত্ত্বিক ও তত্ত্বসংক্রান্ত আলোচনার মাধ্যমে পুরুষার্থ লাভের পথ নির্দেশ করা। জীব ও জগতের স্বরূপ আলোচনা করে পুরুষার্থলাভের সঠিক পথের সন্ধান দেওয়াই হচ্ছে ন্যায়শাস্ত্রের আসল লক্ষ্য। ন্যায়দর্শন মোক্ষবাদী দর্শন। ন্যায়শাস্ত্রমতে, মোক্ষ বা মুক্তিই (অপবর্গ) পরম পুরুষার্থ। মোক্ষলাভের জন্য তত্ত্বজ্ঞান প্রয়োজন, আবার তত্ত্বজ্ঞানের জন্য শুদ্ধজ্ঞানের প্রণালীও জানা প্রয়োজন। তর্কবিদ্যা ও তত্ত্ববিদ্যার মাধ্যমে ন্যায়শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমপুরুষার্থ মোক্ষলাভের সঠিক পথের সন্ধান দেওয়া।

ন্যায়দর্শন বেদানুগত বা আস্তিকদর্শন। ন্যায় দর্শন অধ্যাত্মবাদী দর্শন। আত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃতি, কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস প্রভৃতি অধ্যাত্মবাদী দর্শনের লক্ষণগুলি ন্যায়দর্শনে দৃষ্ট হয়। ন্যায়দর্শন বস্তুবাদী দর্শন। ন্যায়মতে, বস্তুর মনোনিরপেক্ষভাবে স্বতন্ত্র সত্তা আছে। ন্যায়দর্শনে মূলত চারিটি বিষয়ের আলোচনা আছে। যথা— (১) জ্ঞান সম্পর্কিত*, (২) জড়জগৎ সম্পর্কিত, (৩) জীবাত্মা ও পরমাত্মা ঈশ্বর সম্পর্কিত, এবং (৪) মোক্ষ সম্পর্কিত।

প্রকার পরাজয়ের কারণ বা নিগ্রহস্থান বাহশ প্রকারের হতে পারে। যথা—প্রতিজ্ঞাহানি, প্রতিজ্ঞান্তর প্রভৃতি। বিচারের হেতু যদি প্রতিজ্ঞাবাক্যকে প্রমাণ করতে না পারে তবে তা হবে 'প্রতিজ্ঞাহানি নিগ্রহস্থান'; আর হেতুটি যদি প্রতিজ্ঞাকে প্রমাণ করার পরিবর্তে তার বিপরীত বাক্যকে প্রমাণ করে তবে তা হবে 'প্রতিজ্ঞান্তর নিগ্রহস্থান'।

৮.৩. জ্ঞানের প্রকৃতি ও প্রকার—প্রমা ও অপ্রমা

(Nature and forms of knowledge—Pramā and Apramā)

জ্ঞানের লক্ষণ প্রকাশার্থে মহর্ষি গৌতম বলেছেন 'বুদ্ধিরূপলক্ষির্জানমিত্যনর্থান্তরম্'* অর্থাৎ জ্ঞান, বুদ্ধি ও উপলক্ষি অর্থান্তর বা ভিন্ন পদার্থ নয়, তারা একই পদার্থের সূচক। তাহলে ন্যায়মতে, জ্ঞান (বা বুদ্ধি) হল বিষয়ের উপলক্ষি বা অনুভব। ন্যায়দর্শনে বস্তুবাদ (realism) সমর্থিত। বস্তুবাদী ন্যায়মতে, জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয় দুটি স্বতন্ত্র বিষয় এবং জ্ঞান উভয়কে অর্থাৎ জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয়কে প্রকাশ করে। জ্ঞান বস্তু প্রকাশক। প্রদীপের আলোক যেমন সম্মুখস্থ সব বস্তুকে প্রকাশিত করে, জ্ঞানও তেমনি তার বিষয়কে প্রকাশিত করে।

জ্ঞান দু-প্রকার—প্রমা বা যথার্থজ্ঞান এবং অপ্রমা বা অযথার্থজ্ঞান।

প্রমা হচ্ছে বিষয়ের অসন্দিক্ত ও যথার্থ অনুভব। 'যথার্থানুভবঃ প্রমা'। বিষয়বস্তু যেমন, তেমন জ্ঞান, অর্থাৎ বস্তুর স্ব-রূপ সম্পর্কে জ্ঞান হচ্ছে যথার্থজ্ঞান বা প্রমা। 'তদ্বতি তৎপ্রকারকঃ অনুভবঃ যথার্থঃ'।** বিষয়ের যে গুণ আছে, সেই গুণ যদি জ্ঞানেও প্রকাশ পায়, তাহলে সেই জ্ঞান হবে যথার্থ বা প্রমা। আমার সামনে যদি একটি ঘট থাকে এবং আমি তাতে 'ঘটত্ব' ধর্ম প্রয়োগ করে বলি 'এটা ঘট', তাহলে আমার ঐ জ্ঞান অসন্দিক্ত ও যথার্থ হবে।

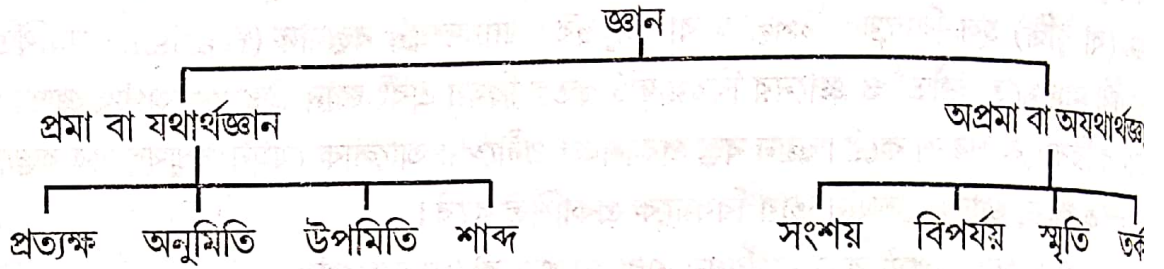
নৈয়ায়িক পরতঃপ্রামাণ্যবাদী। ন্যায়মতে, জ্ঞানের যথার্থ্য জ্ঞান-নির্ভর নয়, তা জ্ঞান-অতিরিক্ত কোন বিষয়-নির্ভর। জ্ঞানের সত্যতা সম্পর্কে নৈয়ায়িক অনুরূপতাবাদের (correspondence theory) সমর্থক। অনুরূপতাবাদ অনুসারে, কোন জ্ঞান যদি তার বিষয়বস্তুর অনুরূপ হয় তাহলে তা সত্য হবে। বাইরে ঘট আছে এবং আমি তাকে 'ঘটত্ব' ধর্ম প্রয়োগ করে ঘটরূপে জানছি, অর্থাৎ আমি জানছি যে, 'এটা ঘট'। এখানে আমার জ্ঞানের সঙ্গে ('এটা ঘট'—এই অনুভবের সঙ্গে) বাইরের বিষয়ের (ঘটের) অনুরূপতা থাকায় আমার জ্ঞানটি সত্য হবে। ন্যায় মতে, যথার্থজ্ঞান বা প্রমা চার প্রকার। যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দবোধ।

অপ্রমা হচ্ছে অযথার্থজ্ঞান। যে জ্ঞান অসন্দিক্ত নয় তাই অপ্রমা। বিষয়ে যে গুণ নেই, সেই গুণের আরোপ করে বিষয়ের যে জ্ঞান তা অযথার্থ বা অপ্রমা। 'তদ্ভাববতি তৎপ্রকারকশ্চাযথার্থঃ'।*** বিপর্যয় বা ভ্রম, সংশয়, স্মৃতি ও তর্ক অপ্রমার অন্তর্গত। রজ্জুতে সর্পের জ্ঞান হচ্ছে অপ্রমা। রজ্জুতে আছে 'রজ্জুত্ব' ধর্ম, 'সর্পত্ব' ধর্ম নেই। রজ্জুতে 'সর্পত্ব' ধর্ম আরোপ করে অর্থাৎ যে ধর্ম রজ্জুতে নেই, সেই ধর্ম আরোপ করে, যখন আমরা রজ্জুকে সর্পরূপে অনুভব করি তখন তা হয় ভ্রমাত্মক জ্ঞান, যা প্রমা নয়—অপ্রমা। কাজেই, ভ্রম অনুভব হলেও তা প্রমা নয়। স্মৃতিও প্রমা নয়, কেননা স্মৃতির বিষয় প্রত্যক্ষ অনুভবের বিষয় হয় না। স্মৃতি হচ্ছে সংস্কারজন্য। পূর্বানুভবের

সংস্কার (স্মৃতি-প্রতিরূপ) থেকে স্মৃতি উৎপন্ন হয়। সংশয় অসন্দিগ্ধ না হওয়ায় সংশয়ও প্রমাণ তর্ক-কেও প্রমাণ বলা যায় না, কেননা তর্ক হচ্ছে এক প্রাকল্পিক যুক্তি (hypothetical argument) যেখানে কোন বিষয়েরই অনুভব আমাদের হয় না।

রজ্জুর দৃষ্টান্ত গ্রহণ করে প্রমাণ ও অপ্রমাণ পার্থক্য দেখান যায়। রজ্জুকে রজ্জুরূপে অনুভব হয় প্রমাণ। রজ্জুকে সর্পরূপে অনুভব হচ্ছে ভ্রম (অপ্রমাণ)। রজ্জুকে 'রজ্জু অথবা সর্প'-এ প্রকার দোষের অবস্থায় অনুভব হচ্ছে সংশয় (অপ্রমাণ)। রজ্জুকে পূর্বদৃষ্ট রজ্জুর সংস্কারের মাধ্যমে অর্থাৎ প্রতিরূপে (mental image) মাধ্যমে অনুভব হচ্ছে স্মৃতি (অপ্রমাণ)।

ন্যায়-সম্মত জ্ঞানের শ্রেণীবিভাগকে ছকের মাধ্যমে এভাবে দেখানো যায়—



ন্যায়মতে, সত্যতার স্বরূপ হচ্ছে অনুরূপতা (correspondence)। বিষয়-অনুভব যখন বিষয়ের অনুরূপ হয় তখন জ্ঞান সত্য, আর বিষয়-অনুভব যখন বিষয়ের অনুরূপ হয় না তখন জ্ঞান মিথ্যা। কাজেই, ন্যায়মতে, জ্ঞানের যথার্থ বা অযথার্থ জ্ঞানের অন্তর্নিহিত কোন বৈশিষ্ট্য নয়, তা হল পরত অর্থাৎ আগন্তুক বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম। জ্ঞান স্বরূপত সত্য বা মিথ্যা নয়। জ্ঞান সত্য হয় অথবা মিথ্যা হয় জ্ঞান-অতিরিক্ত গুণ ও দোষের জন্য। জ্ঞানের যথার্থের উৎপত্তিতে গুণ এবং অযথার্থের উৎপত্তিতে 'দোষ' কারণ হয় এবং ঐ গুণ বা দোষ জ্ঞানের কোন বৈশিষ্ট্য নয় যেমন—প্রত্যক্ষজ্ঞানের যথার্থ নির্ভর করে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের মধ্যে যে সন্নির্কষ তার উৎকর্ষ বা ত্রুটিহীনতার ওপর। তেমনি, প্রত্যক্ষজ্ঞানের অযথার্থ নির্ভর করে বিশেষ-অদর্শন, ইন্দ্রিয়ের দুর্বলতা, দূরত্ব, পিত্তাদির দোষ প্রভৃতির ওপর। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সন্নির্কষ যথার্থ হলে, সেই 'গুণ'র জন্য প্রত্যক্ষজ্ঞান যথার্থ হয়। আর, বিশেষ-অদর্শন, ইন্দ্রিয়ের দৌর্বল্য, দূরত্ব ইত্যাদি 'দোষ'র জন্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সন্নির্কষ যথার্থ না হওয়ায় প্রত্যক্ষজ্ঞান অযথার্থ হয়। স্পষ্টতই, জ্ঞানের যথার্থ ও অযথার্থ জ্ঞান-নির্ভর নয়, তা জ্ঞানাতিরিক্ত 'গুণ' ও 'দোষ' নির্ভর। জ্ঞানের যথার্থ ও অযথার্থ সম্পর্কে ন্যায়দর্শনে পরতঃ প্রামাণ্যবাদ ও পরতঃ অপ্রামাণ্যবাদ স্বীকৃত হয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন হল—জ্ঞান যে বিষয়ের অনুরূপ হয়েছে অথবা হয়নি তা কীভাবে জানা যাবে? অর্থাৎ 'জ্ঞানের যথার্থ অযথার্থ নির্ণয়ের পরীক্ষা কি'? প্রশ্নোত্তরে নৈয়ায়িক 'সফলপ্রবৃত্তিজনকত্বের' উল্লেখ করেন। যে জ্ঞান সফল প্রবৃত্তির জনক অর্থাৎ কারণ হয় তা যথার্থ, আর যে জ্ঞান বিফল প্রবৃত্তির জনক হয় তা অযথার্থ। ন্যায়মতে, অনুরূপতা হচ্ছে সত্যতার স্বরূপ তার সফলপ্রবৃত্তিজনকত্ব হচ্ছে সত্যতার পরীক্ষা বা মানদণ্ড। কোন জ্ঞানের পরিণাম যদি জীবনে সফলতা প্রদান করে, কোন জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে যদি অভীষ্টলাভ হয়, তাহলে তা সত্য, অন্যথায় মিথ্যা। সফলতা ও বিফলতাই জ্ঞানের যথার্থের ও অযথার্থের নির্ধারক। তৃপ্তিত ব্যক্তি মরুভূমিতে কোন বস্তুকে জল বলে মনে করে, জলগ্রহণের প্রবৃত্তিবশত, সেখানে উপস্থিত হয়ে যদি দেখে যে, তা বাস্তবিকই জল এবং সেইজল পান করে সে তার তৃষ্ণা নিবারণ করে।

তাহলে ঐ ব্যক্তির পূর্বের ধারণা 'ওখানে জল আছে' যথার্থজ্ঞানরূপে গ্রাহ্য হবে। কিন্তু যদি ঐ ব্যক্তি নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়ে দেখে যে তা জল নয়, মরীচিকামাত্র এবং জলপানে সে তার ভৃষণ নিবারণ করতে পারে না, তাহলে তার পূর্বের ধারণাটি 'ওখানে জল আছে' অযথার্থজ্ঞানরূপে গ্রাহ্য হবে।

৮.৪. প্রমাণ বা যথার্থজ্ঞানের প্রণালী (Sources of Veridical Knowledge)

ন্যায়শাস্ত্রে যথার্থজ্ঞান লাভের প্রণালী সম্বন্ধে বিষদ আলোচনা আছে। যথার্থজ্ঞান লাভের প্রণালীকে 'প্রমাণ' বলে। প্রমাণ সম্বন্ধে বিষদ আলোচনা সন্নিবেশিত হওয়ায় ন্যায়শাস্ত্রকে 'প্রমাণশাস্ত্রও' বলা হয়। ন্যায় মতে যথার্থজ্ঞান বা প্রমা চার প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দবোধ। যথার্থজ্ঞান লাভের প্রণালী বা প্রমাণও চার প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ।*

প্রত্যক্ষ প্রমাণ : ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সন্নির্কর্ষের ফলে উৎপন্ন যথার্থ জ্ঞানকে বলে 'প্রত্যক্ষপ্রমা'। প্রত্যক্ষ প্রমার করণ** হচ্ছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

অনুমান প্রমাণ : কোন এক বিষয়ের প্রত্যক্ষজ্ঞানের মাধ্যমে অপ্রত্যক্ষগোচর বিষয়ের জ্ঞানকে বলে 'অনুমিতি'। ধূমদর্শন করে বহির যে জ্ঞান তা অনুমিতি। অনুমিতির করণ হচ্ছে অনুমান প্রমাণ।

উপমান প্রমাণ : পূর্ব-পরিচিত বস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বর্তমান-দৃষ্ট বস্তুর যে জ্ঞান তাকে বলে 'উপমিতি'। পূর্ব-পরিচিত গরুর সঙ্গে সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করে আমরা যখন বনের মধ্যে একটি পশুকে 'গবয়' (নীল গাই) পদবাচ্য রূপে চিনতে পারি, তখন সেই সাদৃশ্য-ভিত্তিকজ্ঞান হল উপমিতি। উপমিতি হল পদ-বাচ্যত্বের জ্ঞান। উপমিতির করণ হচ্ছে উপমান প্রমাণ।

শব্দ-প্রমাণ : আপ্তব্যক্তির (বিশ্বাসযোগ্যব্যক্তির) উপদেশবাক্য থেকে যে জ্ঞান হয় তাকে বলে 'শাব্দবোধ' বা 'শাব্দিকজ্ঞান'। শাব্দিক জ্ঞানের করণ হচ্ছে শব্দ-প্রমাণ।

জ্ঞানের প্রামাণ্যের ন্যায় প্রমাণের প্রামাণ্যেরও প্রয়োজন হয়, কেননা জ্ঞানের ন্যায় প্রমাণও কোন কোন ক্ষেত্রে ভ্রান্ত হয়। প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ কখনও কখনও ভ্রান্ত হয়। কাজেই, প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ পদার্থের প্রামাণ্য বা যথার্থ্য সম্বন্ধেও প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রামাণ্যের যথার্থ্য নিরূপিত না হলে জ্ঞানের প্রামাণ্য বা যথার্থ্য নিরূপিত হতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন হল প্রমাণের প্রামাণ্য কিভাবে নির্ধারণ করা যাবে? প্রত্যক্ষ ইত্যাদি প্রমাণের যথার্থ্য কোন প্রমাণের দ্বারা নির্ধারিত হবে? ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের মতে, প্রমাণের প্রামাণ্য নির্ণয় সম্ভব—অনুমান প্রমাণের দ্বারাই সমস্ত প্রমাণের প্রামাণ্য নির্ধারিত হতে পারে।

৮.৫. প্রত্যক্ষ (Perception)

গৌতমের মতে, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অর্থের সন্নির্কর্ষের ফলে যে অব্যপদেশ্য, অব্যভিচারী ও সুনিশ্চিত জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাই হল প্রত্যক্ষজ্ঞান।*** সংজ্ঞাটির অর্থ ভাল করে বুঝতে হলে 'ইন্দ্রিয়', 'অর্থ', 'সন্নির্কর্ষ', 'অব্যপদেশ্য', 'অব্যভিচারী' ও 'ব্যবসায়াত্মক' শব্দগুলির অর্থ জানা প্রয়োজন।

ন্যায় মতে, ইন্দ্রিয় ছয়টি—পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় ও একটি অন্তরিন্দ্রিয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক বহিরিন্দ্রিয় এবং মন অন্তরিন্দ্রিয়। বহিরিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষের বিষয় বাহ্যজগতের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ। অন্তরিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষের বিষয় অন্তর্জগতের দুঃখ, সুখ প্রভৃতি। অবশ্য বাহ্যজগতের রূপ, রস প্রভৃতি প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে অন্তরিন্দ্রিয় মনেরও প্রয়োজন হয়। বহিরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনঃসংযোগ না হলে বাহ্য-প্রত্যক্ষ হয় না।

‘অর্থ’ বলতে নৈয়ায়িকরা মনে করেন ‘ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়’, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের বিষয়। চোখকে উদ্দীপিত করলে শুধু বর্ণ প্রত্যক্ষ হয়, কানকে উদ্দীপিত করলে শুধু শব্দ প্রত্যক্ষ হয়। অর্থাৎ চোখ কেবল বর্ণকে গ্রহণ করতে সক্ষম, কান কেবল শব্দকে গ্রহণ করতে সক্ষম। তাহলে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ‘অর্থ’ হল বর্ণ, কর্ণেইন্দ্রিয়ের ‘অর্থ’ হল শব্দ। এরকম প্রতিটি বহিরিন্দ্রিয়ের নিজস্ব ‘অর্থ’ বা গ্রাহ্য-বিষয় আছে। যে কোন ইন্দ্রিয় যে কোন বিষয়ের জ্ঞান দিতে সক্ষম নয়। চক্ষু শব্দের বা গন্ধের জ্ঞান দেয় না বলে শব্দ বা গন্ধকে চক্ষুর ‘অর্থ’ বলা যাবে না। তেমনি কর্ণের ‘অর্থ’ বর্ণ বা স্বাদ নয়।

‘সন্নিকর্ষ’ বলতে বোঝায়, ‘ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তার গ্রাহ্য-বিষয় বা অর্থের সম্বন্ধ’। এই সম্বন্ধ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। লৌকিক প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অর্থের লৌকিক সন্নিকর্ষ হয়, আর অলৌকিক প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তার অর্থের অলৌকিক সন্নিকর্ষ হয়।

‘অব্যপদেশ্য’ বলতে বোঝায়, ‘অশাব্দ’ অর্থাৎ যাকে শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। (অব্যপদেশ্য) কথাটির দ্বারা গৌতম ‘নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের’ উল্লেখ করেছেন।

‘অব্যভিচারী’ বলতে বোঝায় ‘নিঃসন্দিক্ধ’ বা ‘অভ্রান্ত’।

‘ব্যবসায়াত্মক’ বলতে বোঝায় ‘জ্ঞানাত্মক’।

এখন মহর্ষি গৌতমের প্রত্যক্ষের লক্ষণটির অর্থ হয়—ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তার অর্থের বা বিষয়ের সন্নিকর্ষের ফলে যে অশাব্দ, অভ্রান্ত ও সুনিশ্চিতজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাই প্রত্যক্ষজ্ঞান।

নৈয়ায়িকগণ ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষকে প্রত্যক্ষজ্ঞানের কারণ বললেও তাকে একমাত্র কারণ বলেন না। যখন আত্মার সঙ্গে মনের, মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের এবং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অর্থের (গ্রাহ্য বিষয়ের) সম্বন্ধ হয়, কেবল তখনই প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মায়। তাহলে প্রত্যক্ষজ্ঞানের কারণ বলতে বোঝায় : (১) আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ, (২) মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ এবং (৩) ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অর্থের সন্নিকর্ষ। প্রথম দুটি কারণ হল প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাধারণ কারণ ও শেষোক্ত কারণটি হল অসাধারণ কারণ বা কারণ। শেষোক্ত কারণটি প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য জ্ঞানের ক্ষেত্রে (যথা—অনুমিতি, উপমিতি) সাধারণভাবে বর্তমান নেই।

লক্ষণটির বিরুদ্ধে আপত্তি :

প্রত্যক্ষের এই লক্ষণের বিরুদ্ধে কোন কোন নব্য নৈয়ায়িক আপত্তি করে বলেন যে, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অর্থের সন্নিকর্ষ না হলেও প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভব। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অর্থের সন্নিকর্ষের ফলে যে প্রত্যক্ষ তা মানুষ বা অন্যান্য জীবের অনিত্য প্রত্যক্ষ। ঈশ্বরের নিত্য প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষের এই লক্ষণ কার্যকর নয়। নৈয়ায়িকরা ঈশ্বর মানেন এবং ঈশ্বর যে আমাদের মতো প্রত্যক্ষ করেন—একথাও মানেন। কিন্তু ন্যায় মতে, ঈশ্বর নিরবয়ব; ঈশ্বরের কোন ইন্দ্রিয় নেই। কাজেই ঈশ্বর যখন প্রত্যক্ষ করেন তখন তাঁর ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে (যার অস্তিত্ব নেই) অর্থের বা বিষয়ের সন্নিকর্ষ হতে পারে না। একারণে অনেক নব্য নৈয়ায়িক বলেন, প্রত্যক্ষের উপরোক্ত লক্ষণ কেবল মানুষ বা প্রাণীর অনিত্য প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য—ঈশ্বরের নিত্য প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

নব্য নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ প্রত্যক্ষের যে লক্ষণটি দেন তা হল, 'জ্ঞানাকরণকং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্'। প্রত্যক্ষজ্ঞান অকরণক—প্রত্যক্ষজ্ঞানের করণ অন্য কোন জ্ঞান নয়। অনুমিতি, উপমিতি যেমন অন্য-জ্ঞান নির্ভর, প্রত্যক্ষজ্ঞান তেমন নয়। এজন্য প্রত্যক্ষজ্ঞান অকরণক। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হল সাক্ষাৎ অনুভব। প্রত্যক্ষের এই লক্ষণ জীব ও ঈশ্বর—উভয়ের প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। প্রত্যক্ষজ্ঞান এমন এক জ্ঞান যা অন্য-নির্ভর নয়। প্রত্যক্ষ ভিন্ন অপরাপর জ্ঞান অন্য কোন জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে। যেমন, 'অনুমিতি' নামক জ্ঞান ব্যাপ্তি-জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে, 'উপমিতি' নামক জ্ঞান সাদৃশ্য-জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে, 'শব্দজ্ঞান' নির্ভর করে পদজ্ঞানের ওপর। প্রত্যক্ষজ্ঞান অন্য কোন জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে না— এ হল সাক্ষাৎ জ্ঞান। অতএব বিশ্বনাথের মতে, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অর্থের সন্নিকর্ষ' প্রত্যক্ষজ্ঞানের লক্ষণ নয়; প্রত্যক্ষজ্ঞানের লক্ষণ হল 'সাক্ষাৎ অনুভব' (অকরণক)।

৮.৬. বিভিন্ন প্রকার ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ : লৌকিক সন্নিকর্ষ

(Different kinds of sense-object contact : Ordinary contact)

ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে 'অর্থের' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সন্নিকর্ষের ফলেই প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মায়। সন্নিকর্ষ হচ্ছে সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ লৌকিক অথবা অলৌকিক হতে পারে। লৌকিক প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের লৌকিক সন্নিকর্ষ হয়। লৌকিক সন্নিকর্ষ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে, কারণ লৌকিক প্রত্যক্ষজ্ঞানও বিভিন্ন প্রকার হয়। আমরা কখনো (১) দ্রব্য প্রত্যক্ষ করি; কখনো (২) দ্রব্যের গুণ বা কর্ম প্রত্যক্ষ করি; কখনো (৩) গুণ বা কর্মে অবস্থিত জাতি প্রত্যক্ষ করি; কখনো (৪) 'আকাশ' নামক অতীন্দ্রিয় দ্রব্যের গুণ 'শব্দ' প্রত্যক্ষ করি; কখনো (৫) 'শব্দ' গুণে আশ্রিত শব্দ জাতি প্রত্যক্ষ করি। এ-সব ভাব পদার্থ প্রত্যক্ষ। ন্যায়মতে ভাব পদার্থের ন্যায় অভাব পদার্থকে প্রত্যক্ষ করা যায়। কাজেই, কখনো আবার (৬) ঘট-পট জাতীয় দ্রব্যের অভাবও আমরা প্রত্যক্ষ করি।

এসব বিভিন্ন প্রকার লৌকিক প্রত্যক্ষজ্ঞানের ক্ষেত্রে সন্নিকর্ষ একরকম হয় না, বিভিন্ন রকম হয়। ন্যায়দর্শনে ছয় প্রকার লৌকিক সন্নিকর্ষের উল্লেখ করা হয়েছে। যথা— (১) সংযোগ সন্নিকর্ষ, (২) সংযুক্ত-সমবায় সন্নিকর্ষ, (৩) সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় সন্নিকর্ষ, (৪) সমবায়-সন্নিকর্ষ (৫) সমবেত-সমবায় সন্নিকর্ষ এবং অভাব প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে (৬) বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব সন্নিকর্ষ।

দৃষ্টান্তসহ বিভিন্ন প্রকার সন্নিকর্ষ ব্যাখ্যা করা হল :

(১) সংযোগ সন্নিকর্ষ : চক্ষুর দ্বারা ঘটাদি দ্রব্যের প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে 'সংযোগ সন্নিকর্ষ' হয়। দুটি দ্রব্যের মধ্যে সন্নিকর্ষ হল সংযোগ সন্নিকর্ষ (যদি তাদের মধ্যে অবয়ব-অবয়বীভাব না থাকে)। ঘট দ্রব্য, চক্ষুও দ্রব্য। ঘট যেমন অসংখ্য পরমাণু-সংযোগ, চক্ষুরিন্দ্রিয়ও তেমন অসংখ্য তেজঃকণিকা-সংযোগ। সুতরাং ঘট প্রত্যক্ষে ঘট ও চক্ষুর মধ্যে যে সম্বন্ধ তা সংযোগ সন্নিকর্ষ। এই প্রকারে, প্রত্যক্ষগোচর সকল দ্রব্যের প্রত্যক্ষে সংযোগ সন্নিকর্ষ হয়।

(২) সংযুক্ত-সমবায় সন্নিকর্ষ : চক্ষু দ্বারা ঘটের রূপ (গুণ) প্রত্যক্ষে 'সংযুক্ত-সমবায় সন্নিকর্ষ' হয়। এক্ষেত্রে চক্ষুর সঙ্গে রূপের সম্বন্ধ সাক্ষাৎ নয়, তা পরম্পরাগত সম্বন্ধ। এখানে চক্ষুর সঙ্গে প্রথমে ঘটের সংযোগ সম্বন্ধ হয় এবং ঐ ঘটে রূপ সমবায় সম্বন্ধে আশ্রিত থাকে। কাজেই চক্ষুর সঙ্গে রূপের পরম্পরাগতভাবে সন্নিকর্ষ হল সংযুক্ত-সমবায় সন্নিকর্ষ। এই প্রকারে, প্রত্যক্ষযোগ্য দ্রব্যের গুণ ও কর্মের প্রত্যক্ষে সংযুক্ত-সমবায় সন্নিকর্ষ হয়।

22/12/20

(৩) সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় সন্নির্কর্ষ : চক্ষুর দ্বারা রূপত্ব-জাতির প্রত্যক্ষে 'সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় সন্নির্কর্ষ' হয়। এক্ষেত্রেও চক্ষুর সঙ্গে রূপত্ব-জাতির সম্বন্ধ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নয়, তা পরস্পরাগত সম্বন্ধ। এখানে প্রথমে চক্ষুর সঙ্গে ঘটের সংযোগ হয়, যে ঘটে রূপ সমবায় সম্বন্ধে থাকে এবং যে রূপে রূপত্ব-জাতি সমবেত থাকে। এই প্রকারে, প্রত্যক্ষগোচর গুণে আশ্রিত জাতিসমূহের প্রত্যক্ষে সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় সন্নির্কর্ষ হয়।

(৪) সমবায় সন্নির্কর্ষ : কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দ প্রত্যক্ষে 'সমবায় সন্নির্কর্ষ' হয়। ন্যায় মতে, শব্দ হল আকাশের গুণ এবং কর্ণেন্দ্রিয় আকাশ ভিন্ন অন্য কিছু নয়। কর্ণশঙ্কুলির দ্বারা অবচ্ছিন্ন অকাশই হল কর্ণেন্দ্রিয়। তাহলে শব্দ হল কর্ণেন্দ্রিয়েরই গুণ। গুণ ও গুণীর মধ্যে সম্বন্ধ সমবায় সম্বন্ধ। অতএব কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দ প্রত্যক্ষে যে সন্নির্কর্ষ, তা হল সমবায় সন্নির্কর্ষ।

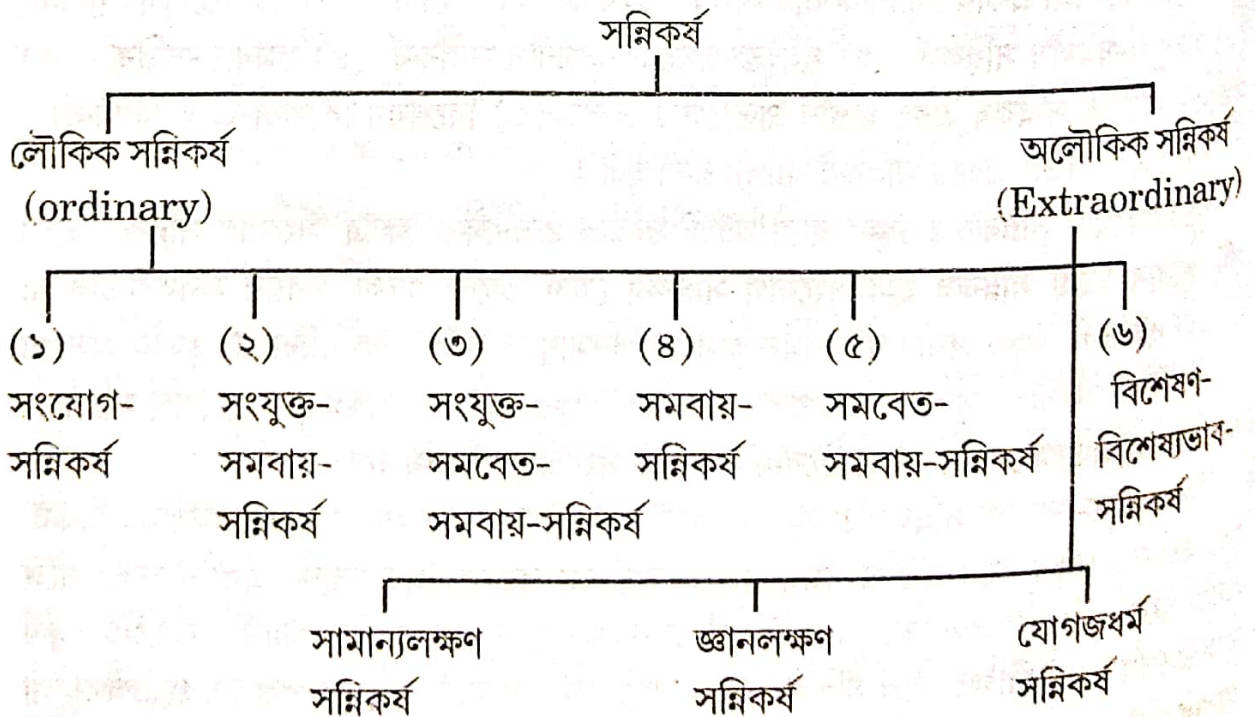
(৫) সমবেত-সমবায় সন্নির্কর্ষ : শব্দ প্রত্যক্ষকালে ঐ শব্দে আশ্রিত শব্দত্ব-জাতিও প্রত্যক্ষ হয়। কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দে শব্দত্ব-জাতি প্রত্যক্ষে 'সমবেত-সমবায় সন্নির্কর্ষ' হয়। কর্ণবিবররূপ আকাশে শব্দ সমবেত থাকে এবং ঐ শব্দে শব্দত্ব-জাতি সমবায় সম্বন্ধে থাকে। কাজেই, কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দত্ব প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে যে সন্নির্কর্ষ, তা সমবেত-সমবায় সন্নির্কর্ষ।

ভাবপদার্থ প্রত্যক্ষকালে উল্লিখিত পাঁচপ্রকার সন্নির্কর্ষ হয়।

(৬) বিশ্লেষণ-বিশেষ্য-ভাব সন্নির্কর্ষ : অভাব প্রত্যক্ষস্থলে 'বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব সন্নির্কর্ষ' হয়। 'এই ভূতল ঘটাব্য বিশিষ্ট' বা 'এই ভূতলে ঘটের অভাব আছে,' —এরূপ প্রত্যক্ষকালে 'ভূতল' হচ্ছে বিশেষ্য আর 'ঘটাব্য' ভূতলের বিশেষণ। এখানে 'ভূতলের' সঙ্গে চক্ষুর সংযোগ সন্নির্কর্ষ হয়, যে ভূতলের বিশেষণ হচ্ছে 'ঘটাব্য'। কাজেই, বিশেষ্য ভূতলের প্রত্যক্ষকালে তার বিশেষণ ঘটাব্যেরও প্রত্যক্ষ হয় বলে অভাব প্রত্যক্ষে যে সন্নির্কর্ষ, তা বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব সন্নির্কর্ষ।

এসবই লৌকিক প্রত্যক্ষে লৌকিক সন্নির্কর্ষ। অলৌকিক প্রত্যক্ষে লৌকিক সন্নির্কর্ষ হয় না, অলৌকিক সন্নির্কর্ষ হয়।

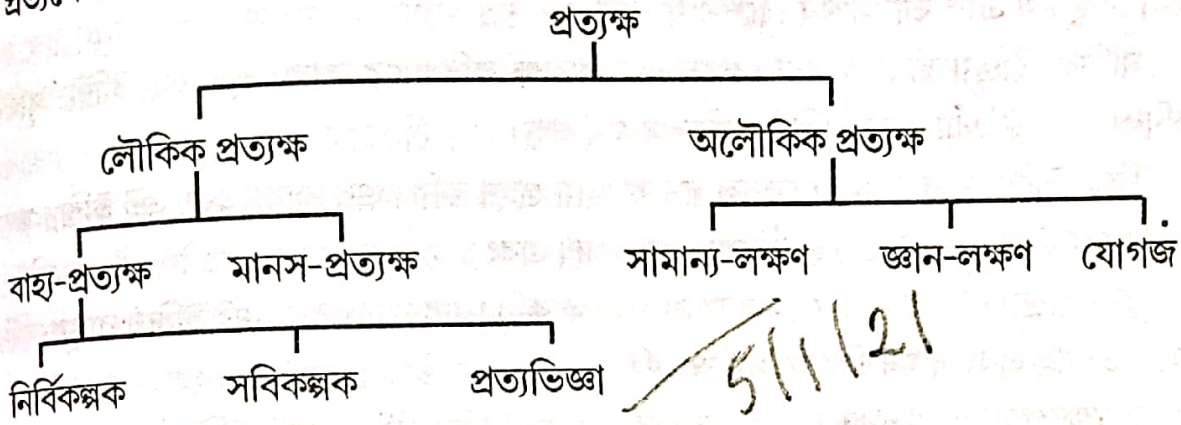
ন্যায়দর্শন সম্মত সন্নির্কর্ষের ছকটি এপ্রকার—



৮.৭. প্রত্যক্ষের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Perception)

ন্যায় মতে প্রত্যক্ষ মূলত দু-প্রকার। যথা— (ক) লৌকিক ও (খ) অলৌকিক। লৌকিক প্রত্যক্ষ আবার দু-প্রকার। যথা—(১) বাহ্য-প্রত্যক্ষ ও (২) মানস-প্রত্যক্ষ। বাহ্য-লৌকিক প্রত্যক্ষও আবার পর্যায়ক্রমে তিন প্রকার। যথা—(১) নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ, (২) সবিকল্পক প্রত্যক্ষ এবং (৩) প্রত্যভিজ্ঞা। অলৌকিক প্রত্যক্ষ তিন প্রকার। যথা—(১) সামান্য-লক্ষণ প্রত্যক্ষ, (২) জ্ঞান-লক্ষণ প্রত্যক্ষ ও (৩) যোগজ প্রত্যক্ষ।

প্রত্যক্ষের শ্রেণীবিভাগ নিচের ছকের সাহায্যে দেখান হল :



৮.৮. লৌকিক প্রত্যক্ষ (Ordinary Perception)

প্রত্যক্ষ হল ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সন্নির্কর্ষ। লৌকিক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের লৌকিক সন্নির্কর্ষ হয়। লৌকিক প্রত্যক্ষ দু-প্রকার—বাহ্য এবং আন্তর বা মানস।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সঙ্গে যখন স্ব স্ব বিষয়ের সন্নির্কর্ষ বা সংযোগ হয়, তখন তাকে 'বাহ্য-প্রত্যক্ষ' বলে। এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা বাহ্যজগতের যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করি। কাজেই বাহ্য-প্রত্যক্ষ পাঁচ প্রকার। যথা—দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্বাদ ও স্পর্শ।

মন হল অন্তরিন্দ্রিয়। মনের দ্বারা মানসিক অবস্থা, যথা—সুখ, দুঃখ, ঘেব, ইচ্ছা, প্রযত্ন প্রভৃতির সাক্ষাৎ-জ্ঞান হল মানস-প্রত্যক্ষ। অবশ্য একথা বলা যাবে না যে, কেবলমাত্র মানস-প্রত্যক্ষেই মন-রূপ ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয়। বাহ্য-প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ না ঘটলে প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না। সকল প্রকার বিষয়-জ্ঞানের ক্ষেত্রেই বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ অপরিহার্য।

৮.৯. ইন্দ্রিয়ের গঠন ও তাদের স্ব স্ব বিষয়-প্রত্যক্ষ-সংক্রান্ত তত্ত্ব

(Structure of Sense-organ and the theory of their respective perception)

ন্যায় মতে আমাদের পাঁচটি বাহ্য-ইন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক পঞ্চভূতের এক-একটি ভূতের দ্বারা গঠিত। চক্ষুরিন্দ্রিয় তেজের পরমাণু দ্বারা, কর্ণ-ইন্দ্রিয় ব্যোম বা আকাশের দ্বারা, নাসিকা-ইন্দ্রিয় পৃথিবী বা স্ফিতির পরমাণু দ্বারা, জিহ্বা জলের পরমাণু দ্বারা ও ত্বক-ইন্দ্রিয় বায়ুর পরমাণু দ্বারা গঠিত।

ন্যায় মতে ইন্দ্রিয় হল অপ্রত্যক্ষগোচর। আমরা যে চোখ, নাক, কান ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করি সে-সব আসল ইন্দ্রিয় নয়, সে-সব ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়। অপ্রত্যক্ষগোচর আসল ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষগোচর

চোখ, নাক, কান ইত্যাদিকে আশ্রয় করে থাকে। চক্ষুরিন্দ্রিয় যে তেজঃ কণিকা দ্বারা গঠিত তা অতীন্দ্রিয়; কর্ণ-ইন্দ্রিয় হল আকাশ এবং আকাশ, ন্যায় মতে, অতীন্দ্রিয়। নাসিকা-ইন্দ্রিয় যে ক্ষিতিক কণিকা দ্বারা গঠিত তা অতীন্দ্রিয়; জিহ্বা-ইন্দ্রিয় যে জলের কণিকা দ্বারা গঠিত তা অতীন্দ্রিয়, এবং ত্বক-ইন্দ্রিয় যে বায়ুর কণিকা দ্বারা গঠিত তা অতীন্দ্রিয়।

ন্যায় মতে চক্ষু-ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা কেবল রূপ প্রত্যক্ষ করি। এর কারণ হল, এই ইন্দ্রিয় তেজের কণিকা দ্বারা উৎপন্ন এবং তেজঃ কণিকার বিশেষ ধর্ম রূপ।

কর্ণ-ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা কেবল শব্দ প্রত্যক্ষ করি। এর কারণ হল, এই ইন্দ্রিয় আকাশ ভিন্ন অন্য কিছু নয় এবং আকাশের বিশেষ ধর্ম শব্দ।

নাসিকা-ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা কেবল গন্ধ প্রত্যক্ষ করি। এর কারণ হল, এই ইন্দ্রিয় পৃথিবীর কণিকা দ্বারা উৎপন্ন এবং পৃথিবীর বিশেষ ধর্ম গন্ধ।

জিহ্বা-ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা কেবল রস বা স্বাদ গ্রহণ করি। এর কারণ হল, এই ইন্দ্রিয় জলের কণা দ্বারা উৎপন্ন এবং জলের বিশেষ ধর্ম স্বাদ। এবং

ত্বক-ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা কেবল স্পর্শ প্রত্যক্ষ করি। এর কারণ হল, এই ইন্দ্রিয় বায়ুর কণিকা দ্বারা উৎপন্ন এবং বায়ুর বিশেষ ধর্ম স্পর্শ।

সংক্ষেপে ন্যায় অভিমত হল, যে ভূতের দ্বারা যে ইন্দ্রিয় গঠিত, সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা কেবল সেই ভূতের বিশেষ ধর্মই প্রত্যক্ষ করা যায়। এই কারণে চক্ষু-ইন্দ্রিয় শব্দ প্রত্যক্ষ করতে পারে না, কর্ণ-ইন্দ্রিয় বর্ণ প্রত্যক্ষ করতে পারে না, ইত্যাদি। অন্তরিন্দ্রিয় মন কোন ভূত-পদার্থের দ্বারা উৎপন্ন নয় বলে মনের প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে এমন কোন নিয়ম নেই।

৮.১০. অলৌকিক প্রত্যক্ষ (Extraordinary Perception)

অলৌকিক প্রত্যক্ষে বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের অলৌকিক সন্নির্কর্ষ হয়। প্রাচীন ন্যায় দর্শনে শুধু লৌকিক প্রত্যক্ষের উল্লেখ আছে। নব্য নৈয়ায়িকগণ লৌকিক ও অলৌকিক এই দ্বিবিধ প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন। লৌকিক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হয়, অলৌকিক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে তা হয় না। এই প্রত্যক্ষ তিন প্রকার। যথা—

- (১) সামান্য-লক্ষণ প্রত্যক্ষ,
- (২) জ্ঞান-লক্ষণ প্রত্যক্ষ এবং
- (৩) যোগজ প্রত্যক্ষ,

(১) সামান্য-লক্ষণ প্রত্যক্ষ : যে প্রত্যক্ষে সামান্য-ধর্ম বা জাতিধর্ম সন্নির্কর্ষরূপে কাজ করে, সেই প্রত্যক্ষকে 'সামান্য-লক্ষণ প্রত্যক্ষ' বলে। ন্যায় মতে, কোন একটি ঘট প্রত্যক্ষ কালে সেই ঘটটিতে ঘটত্ব-সামান্য প্রত্যক্ষ করতে হয় এবং ঘটত্ব-সামান্য প্রত্যক্ষের মাধ্যমে সকল ঘটের প্রত্যক্ষ হয়। ঘটত্ব প্রত্যক্ষের অর্থ হল ত্রৈকালিক ঘট অর্থাৎ সকল ঘট প্রত্যক্ষ করা, কেননা সকল ঘটেই ঘটত্ব থাকে। কিন্তু সকল ঘট আমাদের সামনে থাকে না, ফলে সকল ঘটের সঙ্গে আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ লৌকিক সন্নির্কর্ষ হতে পারে না। কাজেই, এই ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন সব ঘটের প্রত্যক্ষ হল অলৌকিক প্রত্যক্ষ। এই জাতীয় প্রত্যক্ষ সামান্যধর্ম বা জাতিধর্ম প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভরশীল বলে একে 'সামান্য-লক্ষণ প্রত্যক্ষ' বলে। 'ঘট' একটা জাতি এবং এই জাতির সামান্যধর্ম 'ঘটত্ব'। এই ঘটত্ব ঘট-জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ঘটের মধ্যে বিদ্যমান। কাজেই 'ঘট'

ঘটক' প্রত্যক্ষ হলে সকল ঘটাই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। ঘটক-সামান্যের মাধ্যমে সকল ঘট প্রত্যক্ষ করাই সামান্য-লক্ষণ প্রত্যক্ষ। এখানে একটি ঘটকের সঙ্গে চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের লৌকিক সন্নিবর্তন হলেও সামান্য-লক্ষণের (ঘটক-সামান্য) সাহায্যে অন্যান্য ঘটকের সঙ্গে চক্ষুর অলৌকিক সন্নিবর্তন হয়।

সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষ স্বীকারের স্বপক্ষে নব্যনৈয়ায়িক বিশ্বনাথ এভাবে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন :
ন্যায় মতে অনুমান একটি প্রমাণ। কিন্তু 'সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষ' স্বীকার না করলে ব্যাপ্তিজ্ঞান

সম্ভব হয় না এবং ব্যাপ্তিজ্ঞান না হলে অনুমানও সম্ভব হয় না। আমরা কয়েকটি ক্ষেত্রের বহির সঙ্গে ধূমের সাহচর্য (সন্নিবর্তন) প্রত্যক্ষ করি, সব ক্ষেত্রের নয়। এমন ক্ষেত্রে সঙ্গত ভাবেই সংশয় দেখা দেয়, 'ধূমঃ বহিব্যাপ্যঃ ন বা' অর্থাৎ প্রত্যক্ষগোচর কয়েকটি স্থানের দৃষ্ট ধূমের মতো সংসারের

সব ধূমই কি বহিব্যাপ্য? সামান্য লক্ষণ সন্নিবর্তন স্বীকার না করলে এই সংশয়ের নিরাস হয় না। যজ্ঞশালা, পাকশালা প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে বহির সঙ্গে ধূমের সাহচর্যরূপ ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষকালে

বহিসামান্য ও ধূমসামান্য-লক্ষণ প্রত্যক্ষের দ্বারা অদৃষ্ট সকল বহি ও সকল ধূমের সঙ্গে অলৌকিক সন্নিবর্তন হয় এবং তার ফলেই সব বহির সঙ্গে সব ধূমের অলৌকিক প্রত্যক্ষ হয়। এই

ব্যাপ্তিসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত না হলে, পর্বতে ধূম দেখে বহির অনুমান করা যায় না।
(২) জ্ঞান-লক্ষণ প্রত্যক্ষ : অতীত-জ্ঞানের সাহায্যে বিষয় প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে, প্রত্যক্ষের

বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের যে অলৌকিক সন্নিবর্তনজনিত প্রত্যক্ষ, তা হল জ্ঞান-লক্ষণ প্রত্যক্ষ। চোখ দিয়ে আমরা অনেক সময় চন্দনকাঠকে সুগন্ধি দেখি অর্থাৎ তার সুগন্ধ অনুভব করি। দূর থেকে চন্দনকাঠ দেখে আমরা অনেক সময় বলি 'চন্দন কাঠটিকে সুগন্ধি দেখায়'। চোখের সঙ্গে সুগন্ধের

লৌকিক সন্নিবর্তন হতে পারে না, কেননা গন্ধ চোখের গ্রাহ-বিষয় নয়। নাসিকার দ্বারা সুগন্ধের লৌকিক প্রত্যক্ষ হতে পারে। কিন্তু সুগন্ধ চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ-বিষয় না হলেও উল্লিখিত ক্ষেত্রে, চক্ষুর মাধ্যমেই সুগন্ধ প্রত্যক্ষ বা অনুভূত হয়। এখানে চক্ষুর সঙ্গে সুগন্ধের অলৌকিক সন্নিবর্তন

হয়। অতীতে নাসিকা-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সুগন্ধ প্রত্যক্ষ হলেও বর্তমানে, সেই অতীত জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে, সুগন্ধের সঙ্গে চক্ষুর অলৌকিক সন্নিবর্তন হয়। এক্ষেত্রে অতীত জ্ঞানের স্মৃতি-প্রতিরূপ

চক্ষু-ইন্দ্রিয় ও সৌরভের মধ্যে অলৌকিক সন্নিবর্তন উৎপন্ন করে। এই প্রকার অতীত জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে এক ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষণ অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্ভব হলে, তাকে বলে 'জ্ঞান-লক্ষণ' প্রত্যক্ষ।

এই প্রত্যক্ষ স্বীকারের স্বপক্ষে নব্যনৈয়ায়িক যুক্তি-স্বরূপ বলেছেন, জ্ঞানলক্ষণরূপ অলৌকিক সন্নিবর্তন স্বীকার না করলে আমাদের অনেক প্রত্যক্ষজ্ঞানের ব্যাখ্যা হয় না। দূর থেকে পদ্মবিলে

প্রস্ফুটিত পদ্মের সমাবেশ দেখে আমাদের ভান হয় 'সুরভি অরবিন্দম্'; তেমনি দূর থেকে বরফাচ্ছন্ন পর্বত দেখে আমাদের শীতলতার ভান হয়—এমনকি দেহ রোমাঞ্চিত ও শিহরিত হয়। এজাতীয়

প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে পূর্বানুভবজন্য সংরক্ষিত সংস্কারকে অলৌকিক সন্নিবর্তন রূপে গণ্য করে প্রত্যক্ষটিকে জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষরূপে গণ্য করতে হয়। যেমন 'সুরভি চন্দনম্' জ্ঞানের ক্ষেত্রে

চন্দনাংশে লৌকিক সন্নিবর্তন (কেননা চন্দনকাঠের সঙ্গে চোখের লৌকিক সংযোগ-সন্নিবর্তন হয়) এবং সৌরভাংশে অলৌকিক সন্নিবর্তন (কেননা চোখের সঙ্গে গন্ধের লৌকিক সন্নিবর্তন হতে পারে

না—পূর্বানুভবজন্য সংস্কারজনিত অলৌকিক সন্নিবর্তন হয়) হওয়ার জন্য 'সুরভি চন্দনম্' এই প্রকারে জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ হয়।

আবার অনেক ভ্রমজ্ঞানের ব্যাখ্যার জন্যও জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ স্বীকার করেত হয়। শুদ্ধি রজতভ্রম অথবা রজ্জুতে সর্পভ্রম জাতীয় ভ্রমজ্ঞানকে জ্ঞানলক্ষণ সন্নির্কর্ষ ব্যতীত ব্যাখ্যা করা যায় না। শুদ্ধিতে রজতভ্রমের ক্ষেত্রে, শুদ্ধিঅংশে লৌকিক সন্নির্কর্ষ এবং রজত অংশে অলৌকিক সন্নির্কর্ষ হওয়ার ফলে 'ইদং রজতম্' এই প্রকারে জ্ঞানলক্ষণ (ভ্রম) প্রত্যক্ষ হয়।

(৩) যোগজ প্রত্যক্ষ : যোগী বা সিদ্ধপুরুষগণ যোগাভ্যাসের দ্বারা অলৌকিক শক্তি 'যোগজধর্মের' অধিকারী হয়ে ত্রৈকালিক সকল বস্তু—অতীত ও ভবিষ্যৎ বস্তু, দূরবর্তী ও নিকটবর্তী বস্তু, অতি সূক্ষ্ম ও অতি বিরাট বস্তু প্রত্যক্ষ করেন। যোগীদের এই জাতীয় প্রত্যক্ষ হল যোগজধর্মের দ্বারা যোগজ প্রত্যক্ষ। যোগজ প্রত্যক্ষে বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের অলৌকিক সন্নির্কর্ষ হয়।

যোগজ প্রত্যক্ষ আবার দু-প্রকার— যুক্ত ও যুঞ্জান। সিদ্ধপুরুষদের যোগজ প্রত্যক্ষ নিত্য ও স্বতঃস্ফূর্ত। এরা যুক্তযোগী। কিন্তু যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনে এখনো সিদ্ধিলাভ করেননি তাঁরা যুঞ্জানযোগী। এঁদের যোগজ প্রত্যক্ষে মনোযোগের প্রয়োজন হয় এবং সেই প্রত্যক্ষ সাময়িক অর্থাৎ অল্প সময় ধরে থাকে।

উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় দর্শনের সব সম্প্রদায় উল্লিখিত তিন প্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন না। যেমন, সাংখ্য ও বেদান্তদর্শনে কেবল যোগজ প্রত্যক্ষ স্বীকৃত। মীমাংসা দর্শনে যোগজ প্রত্যক্ষ অস্বীকৃত। আবার নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ অস্বীকার করেন। তবে সাধারণভাবে ন্যায়বৈশেষিক সম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে উল্লিখিত তিন প্রকার অলৌকিক সন্নির্কর্ষ এবং তজ্জনিত তিনপ্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষ স্বীকার করা হয়।

৮.১১. লৌকিক প্রত্যক্ষ—নির্বিকল্পক, সবিকল্পক ও প্রত্যভিজ্ঞা

(Ordinary perception — Indeterminate, Determinate and Recognition)

পর্যায়ক্রমে লৌকিক প্রত্যক্ষ তিনপ্রকার : (ক) নির্বিকল্পক, (খ) সবিকল্পক ও (গ) প্রত্যভিজ্ঞা। নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক আসলে দুটি স্বতন্ত্র প্রত্যক্ষ নয়, তারা একই প্রত্যক্ষ-ক্রিয়ার দুটি ভিন্ন স্তর মাত্র। প্রত্যভিজ্ঞা সবিকল্পক প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভরশীল।

(ক) ও (খ) নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ ও সবিকল্পক প্রত্যক্ষ : 'বিকল্প' শব্দের অর্থ 'বিশেষণ' এবং 'বিশেষণ' বলতে বোঝায়—নাম, জাতি, গুণ ও ক্রিয়া। তাহলে 'নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ' বলতে বোঝায়, অবিশিষ্টের বা বিশেষণহীনের প্রত্যক্ষ, অর্থাৎ যার বিষয়ের নাম, জাতি, গুণ ক্রিয়া প্রভৃতি থাকে না। আর 'সবিকল্পক প্রত্যক্ষ' বলতে বোঝায়, বিশিষ্টের বা বিশেষণ-সম্বিষ্টের প্রত্যক্ষ, অর্থাৎ যার বিষয়ের নাম, জাতি, গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি থাকে। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে বিশেষণ-বিশেষণভাব থাকে না; সবিকল্পক প্রত্যক্ষে বিশেষ্য-বিশেষণভাব থাকে।

মহর্ষি গৌতম ন্যায়দর্শনে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষকে 'অব্যপদেশ্য' ও সবিকল্পক প্রত্যক্ষকে 'ব্যবসায়াত্মক' বলেছেন। 'ব্যপদেশ্য' অর্থে ভাষায় 'প্রকাশযোগ্য', এবং 'ব্যবসায়' অর্থে 'জ্ঞান' বোঝায়। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ অব্যপদেশ্য অর্থাৎ ভাষায় প্রকাশযোগ্য নয়। এ যেন মুকের (বোবার) প্রত্যক্ষ—'কিছু একটা' প্রত্যক্ষ করা গেলেও তাকে বচনের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। কাজেই প্রত্যক্ষের এই স্তরটি সম্পর্কে আমাদের কোন সুস্পষ্ট বোধ জন্মায় না—মানস-প্রত্যক্ষে বা অস্তদর্শনের মাধ্যমে এই স্তর সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। পক্ষান্তরে, সবিকল্পক প্রত্যক্ষ ব্যবসায়াত্মক অর্থাৎ জ্ঞানাত্মক এবং এই জ্ঞান বাচনিক। সবিকল্পক প্রত্যক্ষকে বচনের দ্বারা প্রকাশ করা যায়। প্রত্যক্ষের

বিষয়টি 'ঘটরূপে' অথবা 'পটরূপে' বচনে প্রকাশ করা যায়। মানস-প্রত্যক্ষের দ্বারা এই স্তরটিকে জানা যায়, অর্থাৎ এইস্তরের অনুব্যবসায় বা অন্তর্দর্শন সম্ভব।

নৈয়ায়িক অন্নভট্ট গৌতমকে অনুসরণ করে বলেছেন, 'নিষ্প্রকারকং জ্ঞানং নির্বিকল্পকম্' এবং 'সপ্রকারকং জ্ঞানং সবিকল্পকম্'। 'প্রকার' অর্থে 'বিশেষ্য-বিশেষণভাব'। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে বিশেষ্য-বিশেষণভাব থাকে না। এই প্রত্যক্ষের বিষয়টি একটি 'পদার্থরূপে' প্রকাশিত হলেও তা কোন বিশেষণের দ্বারা, নাম, জাতি ইত্যাদির দ্বারা বিশেষিত হয় না। সবিকল্পক প্রত্যক্ষে 'প্রকারতা' অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণভাব থাকে। এই প্রত্যক্ষে কোন বস্তুকে বিশিষ্টবস্তুরূপে, নাম, জাতি, ইত্যাদির দ্বারা বিশিষ্ট করে জানা যায়।

নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের বিষয় অবিশিষ্ট। এই প্রত্যক্ষে 'একটা কিছু' প্রত্যক্ষ করা গেলেও 'বিশিষ্ট কোন বিষয়'রূপে বিষয়ের প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় না। এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষের বিষয় কোন বিশেষণ দ্বারা (নাম, জাতি ইত্যাদির দ্বারা) বিশেষিত হয় না, এবং বিশেষণ প্রয়োগ না হলে কোন কিছু বিশেষ্যও হয় না। কাজেই, নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের বিষয় বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্ট বস্তুরূপে অথবা বিশেষণ বর্জিত বিশেষ্যরূপে জ্ঞাত হয় না। এই প্রত্যক্ষে বিশেষণ ও বিশেষ্যের বিচ্ছিন্নভাবে ভান হয় বলে বস্তুজ্ঞান হয় না। আমরা সাধারণত 'ঘট' বিশেষ্যকে 'ঘটত্ব' বিশেষণ দিয়ে প্রত্যক্ষ করি বলে আমরা বলি—'এটা ঘট'। এখানে 'এটা' অর্থাৎ 'ঘট' হল বিশেষ্য আর 'ঘটত্ব' বিশেষণ। 'ঘটত্ব' ধর্ম 'এটা'কে (ঘটকে) বিশিষ্ট করে। কিন্তু নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে 'ঘট' (এটা) ও 'ঘটত্ব' বিচ্ছিন্নভাবে প্রত্যক্ষ হয়; ঘটত্ব ঘটের বিশেষণ—এভাবে প্রত্যক্ষ হয় না। ঘট এবং ঘটত্বের ভান বিচ্ছিন্নভাবে হয়। কোন ঘটের সঙ্গে যখন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সন্নির্কর্ষ হয়, তখন প্রথমে আমরা 'একটা কিছু' প্রত্যক্ষ করি; 'একটা কিছু' যে দ্রব্য অথবা গুণ অথবা ক্রিয়া—এমন বোধ জন্মায় না। বিষয়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে এ এক প্রাথমিক অনুভব।

নির্বিকল্পক জ্ঞানের পরক্ষণে সবিকল্পক জ্ঞান হয়। সবিকল্পক প্রত্যক্ষের বিষয় হল বিশিষ্ট বস্তু। এক্ষেত্রে বিশেষ্য-বিশেষণভাব থাকে। 'এটা ঘট' —এ-জাতীয় প্রত্যক্ষ সবিকল্পক। এরূপ প্রত্যক্ষে 'ঘট'-বিশেষ্যকে (এটাকে) 'ঘটত্ব' বিশেষণে বিশেষিত করা হয়। 'এটা ঘট' কথাটির অর্থ হল—'এটা ঘটত্ব বিশিষ্ট ঘট'। এই প্রত্যক্ষে আমরা বিষয়ের নাম, জাতি, গুণ, ক্রিয়া জানতে পারি।

নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক একই প্রত্যক্ষক্রিয়ার দুটি স্তর—প্রাথমিক ও পরিণত। প্রত্যক্ষের প্রাথমিক স্তর নির্বিকল্পক। প্রত্যক্ষের দ্বিতীয় বা পরিণত স্তর সবিকল্পক। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ সকল জ্ঞানের মূল হলেও এই প্রত্যক্ষ 'জ্ঞান'পদবাচ্য নয়। এ এক অস্ফুট জ্ঞান। সবিকল্পক প্রত্যক্ষ স্ফুট জ্ঞান। অস্ফুট জ্ঞান ছাড়া স্ফুট জ্ঞান হয় না। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষজ্ঞান ছাড়া সবিকল্পক প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় না।

(গ) প্রত্যভিজ্ঞা (Recognition) : পূর্বদৃষ্ট কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে পরিচিতরূপে প্রত্যক্ষ করাই হচ্ছে প্রত্যভিজ্ঞা। কাশীতে দেখা দেবদত্তকে কলকাতায় প্রত্যক্ষ করে যখন আমরা বলি, 'এই সেই দেবদত্ত', তখন সেই পরিচিতিবোধ হচ্ছে প্রত্যভিজ্ঞা। এখানে প্রত্যক্ষের 'সেই' অংশটি পূর্ব-প্রত্যক্ষের বিষয়, 'এই' অংশটি বর্তমান প্রত্যক্ষের বিষয়। 'এই' অংশটির অর্থ পূর্ব-প্রত্যক্ষিত 'সেই' অংশের দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। অর্থাৎ, 'পূর্বজ্ঞাত'—এমন অনুভবই প্রত্যভিজ্ঞা।

সবিকল্পক প্রত্যক্ষ যেমন নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ-নির্ভর, প্রত্যভিজ্ঞা তেমনি সবিকল্পক প্রত্যক্ষ-নির্ভর। প্রত্যক্ষের ক্রমটিকে এভাবে সাজান যেতে পারে : নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ—সবিকল্পক প্রত্যক্ষ—প্রত্যভিজ্ঞা। প্রথম স্তরটি অস্মুট জ্ঞান, দ্বিতীয় স্তরটি স্মুটজ্ঞান এবং শেষের স্তরটি পূর্বজ্ঞাত বস্তুকে পরিচিত বস্তুরূপে জ্ঞান।

প্রত্যভিজ্ঞা স-বিকল্পক ও স-প্রকল্পক হওয়ায় অনেক নৈয়ায়িক প্রত্যভিজ্ঞাকে স্বতন্ত্র প্রত্যক্ষরূপে স্বীকার না করে তাকে সবিকল্পক প্রত্যক্ষের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। এঁদের মতে, লৌকিক প্রত্যক্ষের কেবল দুটি পর্যায় বা স্তর আছে—(ক) নির্বিকল্পক ও (খ) সবিকল্পক।

৮.১২. সবিকল্পক প্রত্যক্ষ ও নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের মধ্যে পার্থক্য

(Difference between Determinate and Indeterminate Perception)

নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক প্রত্যক্ষের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

- (১) নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষের প্রাথমিক স্তর। সবিকল্পক প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষের দ্বিতীয় স্তর।
- (২) নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ অব্যাপদেশ্য; এই প্রত্যক্ষকে কোন বচনের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। অপরপক্ষে, সবিকল্পক প্রত্যক্ষ বাপদেশ্য, অর্থাৎ প্রত্যক্ষজ্ঞানকে বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায়।
- (৩) নির্বিকল্পক-প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রাথমিক স্তর হলেও স্মুট জ্ঞান নয়, কিন্তু সবিকল্পক প্রত্যক্ষ ব্যবসায়াত্মক অর্থাৎ জ্ঞানাত্মক, যাকে বচনে প্রকাশ করা যায়। (৪) নির্বিকল্পক স্তর অনুমানলব্ধ; মানস-প্রত্যক্ষে নির্বিকল্পক-স্তর জানা যায় না। অপরপক্ষে, সবিকল্পক প্রত্যক্ষকে মানস-প্রত্যক্ষে জানা যায়। এজন্য নির্বিকল্পক-স্তরের অনুব্যবসায় হয় না, কিন্তু সবিকল্পক স্তরের অনুব্যবসায় সম্ভব। (৫) নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ নাম, জাতি, গুণ অথবা বিশেষ্য-বিশেষণ সম্বন্ধ-বর্জিত। অপরপক্ষে, সবিকল্পক প্রত্যক্ষ নাম, জাতি, গুণ অথবা বিশেষ্য-বিশেষণ সম্বন্ধযুক্ত। (৬) নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে শুধু 'কোন কিছু'র অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ হয়, বস্তুটি কি তা জানা যায় না। সবিকল্পক প্রত্যক্ষে গুণ-সম্বন্ধিত বস্তুকে জানা যায়।

এসব পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক প্রত্যক্ষকে দুটি স্বতন্ত্র প্রত্যক্ষ মনে করলে ভুল হবে। আসলে, উভয়ে একই প্রত্যক্ষ-প্রক্রিয়ার দুটি ভিন্ন স্তর—প্রাথমিক স্তর ও পরিণত স্তর।

৮.১৩. নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ স্বীকার করার যুক্তি

(Evidence in favour of Indeterminate Perception)

নির্বিকল্পক স্তরের কোন মানস-প্রত্যক্ষ বা অনুব্যবসায় হয় না। তাহলে প্রশ্ন হল—নির্বিকল্পক স্তর মানার যৌক্তিকতা কি? এর উত্তরে নৈয়ায়িকরা বলেন : নির্বিকল্পক স্তর অনুমানসিদ্ধ। সবিকল্পক স্তর ব্যাখ্যার জন্য নির্বিকল্পক স্তর অনুমান করতে হয়। বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রয়োজন—

‘এটা ঘট’ বললে তা হয় সবিকল্পক প্রত্যক্ষ। এখানে ‘ঘট’ (এটা) বিশেষ্য আর ‘ঘটত্ব’ বিশেষণ। এখানে ‘ঘটত্ব’ বিশেষণ দ্বারা ‘ঘট’ বিশিষ্টতা লাভ করেছে। সবিকল্পক প্রত্যক্ষের একটা নিয়ম হল, বিশিষ্টের জ্ঞানের পূর্বে বিশেষণের জ্ঞান হয়। যদি বিশেষণের জ্ঞান পূর্ব থেকে না থাকে, তাহলে সেই বিশেষণ দ্বারা কোন কিছুকে, কোন বিশেষ্যকে বিশিষ্ট করা যায় না। তাহলে ঘটকে ‘ঘটত্ব’ দ্বারা বিশিষ্ট করার পূর্বে ‘ঘটত্বের’ জ্ঞান স্বীকার করতে হয়। ঘটত্বের জ্ঞান না থাকলে ‘ঘটত্ববিশিষ্ট ঘটের’ জ্ঞান হয় না। তেমনি ‘দণ্ডী পুরুষের’ (দণ্ড বা লাঠিহাতে মানুষ) প্রত্যক্ষ সবিকল্পক। এখানে ‘দণ্ডী’ হল ‘পুরুষের’ বিশেষণ। এই প্রত্যক্ষে ‘দণ্ডের’ জ্ঞান পূর্ব থেকে না

থাকলে 'দণ্ডী পুরুষের' জ্ঞান হয় না। কাজেই মানতে হয় যে, বিশেষণের জ্ঞানের ওপর বিশিষ্টের জ্ঞান নির্ভর করে। একথার মানে হল নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের ওপর সবিকল্পক প্রত্যক্ষ নির্ভর করে।

বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় : বিশিষ্টজ্ঞান মাত্রই যদি বিশেষণের জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল হয় তাহলে সেই বিশেষণকে অন্য কোন বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্ট করে জানতে হয়, সেই সেই বিশেষণকেও আবার অন্য অন্য বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্ট করে জানতে হয় এবং এভাবে ক্রমাগত চললে অনবস্থা দোষ ঘটে। ধরা যাক 'ক' হল ঘট আর 'খ' হল ঘটত্ব। এক্ষেত্রে ক-কে জানতে হলে খ-এর পূর্বজ্ঞান থাকতে হয়। কিন্তু জ্ঞান মাত্রই যদি বিশিষ্ট-জ্ঞান (অর্থাৎ সবিকল্পক) হয়, তাহলে খ-কেও গ-বিশেষণে জানতে হয়, গ-কেও ঘ-বিশেষণে জানতে হয় এবং এভাবে ক্রমাগত চলতে হলে 'এটা ঘট'—এমন সবিকল্পক প্রত্যক্ষ কোনকালেই সম্ভব হতে পারে না। কাজেই, মানতে হয় যে, ঘটকে 'ঘটত্ব' দিয়ে জানলেও, ঘটত্বকে কোন বিশেষণ দিয়ে জানার প্রয়োজন হয় না। 'ঘটত্বের' প্রত্যক্ষ অবিশিষ্টের প্রত্যক্ষ অর্থাৎ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ। চক্ষুরিन्द्रিয়ের সঙ্গে ঘটের সন্নিকর্ষ হওয়া মাত্র ঘটত্বের নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ বা অবিশিষ্ট প্রত্যক্ষ হয় এবং সে প্রত্যক্ষ প্রকাশযোগ্য নয়।

কাজেই, ন্যায় মতে কোন বিষয়ের সঙ্গে ইन्द्रিয়ের সন্নিকর্ষকালে বিশেষ্য ও বিশেষণ—এ-দুটি পদার্থের ভিন্নরূপে প্রত্যক্ষ হয়। ভিন্নরূপে প্রত্যক্ষ হওয়ার ফলে বিশেষ্যকে বিশেষ্যরূপে অথবা বিশেষণকে বিশেষণরূপে বোধ হয় না। যেমন, ঘট প্রত্যক্ষে ঘটকে বিশেষ্যরূপে এবং ঘটত্বকে বিশেষণরূপে বোধ হয় না, তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কেই কেবল বোধ হয়। এর পরক্ষণেই ঘট বিশেষ্যে ঘটত্ব বিশেষণ প্রয়োগ করে 'এটা ঘটত্ববিশিষ্ট ঘট' এই আকারে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ হয়। অতএব, সবিকল্পক প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যায় নির্বিকল্পক স্তর সম্পর্কে অনুমান না করলে চলে না।